সমকাল

তারিখ 12 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

সৃজনশীলতার নামে শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্য

সমকালীন প্রসঙ্গ | **বদরুদ্দীন উমর**

সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যা করছে তাতে মনে হয়, এ দেশে শিক্ষা বিস্তার ও সুশিক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈরাজ্য এবং শিক্ষার নামে মূর্খতা কায়েমই এদের উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যকে চরম পর্যায়ে নিয়ে এসে এখানে এমন অবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার নামে যেটুকু সুবিধা আছে গরিবদের তার থেকেও বঞ্চিত করার চেষ্টা এর মধ্যে আছে। এসএসসি ও এচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার সময় দেখা যায়, হাজার কয়েক স্কুল-কলেজে সব ছাত্র পাস করেছে এবং এদের সব পরীক্ষার্থীর মধ্যে এগুলোর ছাত্ররা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে অনেক স্কুল-কলেজ আছে যেগুলোতে ছাত্ররা ভালো ফল তো করেই না, উপরন্তু সব ছাত্রই ফেল করে। সংবাদপত্র রিপোর্ট থেকে জানা গেল, শিক্ষা ও পরীক্ষার মান উন্নত রাখার জন্য সরকার 'সব ছাত্র ফেল করা' স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার চিন্তা করছে।

এর থেকেই বোঝা যায়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ক্ষমতা শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত এই জনপ্রতিনিধিদের কতটুকু। কেন ঢাকার স্কুলগুলোতে ছাত্ররা ভালো করে এবং গ্রামাঞ্চল ও মফস্বলের স্কুলের ছাত্ররা খারাপ করে ও পরীক্ষায় ফেল করে, এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে এবং এ ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব বিষয়ে উদাসীন থেকে উপরোক্ত স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে কোনো দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় করতে পারে– এটা চিন্তা করাও যায় না। কিন্তু সম্ভবত এখানে তাই হচ্ছে। যে কোনো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই এটা বোঝার অসুবিধা নেই যে, ঢাকার স্কুলগুলো ভালো করে। কারণ এগুলোতে ভালো শিক্ষিত শিক্ষকরা পাঠদান করেন। শিক্ষকদের অনেক বেতন দেওয়া হয়। এখানে কোচিংয়ের জন্য এই শিক্ষকদের টাকাপয়সা দেওয়ার ক্ষমতা ছাত্রদের আছে। এগুলোর বিল্ডিং ও লাইব্রেরি ভালো। মোট কথা, এই স্কুলগুলোতে বিনিয়োগ ভালোই হয়। অন্যদিকে গ্রামের যে স্কুলগুলোতে সব ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে অথবা যে স্কুলগুলো ফল ভালো করে না সেগুলোতে কোনো বিনিয়োগ নেই। শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষার মান নিচু, তাদের বেতন তুচ্ছ, যা তাদেরকে অন্যভাবে আয়ের চেষ্টা করতে বাধ্য করে। স্কুলগুলোর বিল্ডিং বলতে অধিকাংশ স্থানেই কিছু নেই। ভাঙাচোরা অবস্থা। অর্থনৈতিক কারণে ছাত্ররা সকলে নিয়মিত ক্লাস করতে পারে না, শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিতে পারেন না। এই অবস্থার জন্য যে সরকারই দায়ী, তাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই দায়ী– এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অথচ এই স্কুলগুলোতে ছাত্ররা সব পরীক্ষায় ফেল করায় অথবা খুব খারাপ ফল করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারের এবং নিজেদের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে স্কুলগুলোকে 'শাস্তি' দেওয়ার জন্য বন্ধ করার চিন্তাভাবনা করছে! বলাই বাহুল্য, এভাবে এই স্কুলগুলোর মান বৃদ্ধির পরিবর্তে এগুলো বন্ধ করে দেওয়ার ফলে গরিবরা যে আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষাবঞ্চিত হবে, এতে সন্দেহ নেই। কাজেই এ ক্ষেত্রে সরকার দেশের গরিব পরিবারের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরিবর্তে শিক্ষা সংকুচিত করার কাজই করবে। বাস্তবত তারা এই উদ্দেশ্যেই কাজ করছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, বাংলাদেশের বার্ষিক বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ মাত্র দুই শতাংশ; যা অন্য যে কোনো দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দের থেকে অনেক কম।

পাঠ্যক্রম তৈরি ও শিক্ষা প্রদান ক্ষেত্রে যা করা হয় তাতে ছাত্রদের 'সৃজনশীল' শিক্ষার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তার ওপর পরীক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা আরও মারাত্মক। 'সৃজনশীল' পরীক্ষা পদ্ধতি নামে এক অদ্ভুত পদ্ধতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবিষ্কার করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তা চালু করেছে

সরকারের শিক্ষা নীতির প্রতিক্রিয়াশীলতা, প্রকৃত শিক্ষা বিরোধিতা ও বৈষম্য বিষয়ে অনেক লেখা হয়েছে; কিন্তু যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদের নীতিনির্ধারণ ও কার্যকর করছে, তারা যে এসবের দিকে কান দেবে, এটা হওয়ার নয় এবং হচ্ছেও না। কাজেই তাদের যত সমালোচনাই করা হোক তা অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই নয়।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, সরকারি শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য যে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে, তাতে সুশিক্ষার সম্ভাবনা কারও নেই। সে ঢাকার বড়লোকদের ছাত্রই হোক অথবা গ্রামাঞ্চলের গরিব ছাত্রই হোক। এই সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করে জিপিএ ৫ পাওয়া সত্ত্বেও তাদের যে কোনো প্রকৃত শিক্ষা হয় না, উন্নত শিক্ষা তারা পায় না, এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়া হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন কৃতকার্য হলেও অন্যদের ফেল করার ঘটনা মাত্র কিছুদিন আগেই ঘটেছে। কিন্তু এটা ছাড়াও শিক্ষার পাঠ্যক্রম এমন যাতে এই অনুযায়ী ছাত্ররা পড়াশোনা করলেও তাতে তাদের প্রকৃত শিক্ষার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

পাঠ্যক্রম তৈরি ও শিক্ষা প্রদান ক্ষেত্রে যা করা হয় তাতে ছাত্রদের 'সৃজনশীল' শিক্ষার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তার ওপর পরীক্ষার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা আরও মারাত্মক। 'সৃজনশীল' পরীক্ষা পদ্ধতি নামে এক অদ্ভুত পদ্ধতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবিষ্কার করে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় তা চালু করেছে। কোন পরীক্ষা পদ্ধতি যে 'সৃজনশীল' হতে পারে এটা আগে কেউ চিন্তাও করেনি। অন্য কোনো দেশে পরীক্ষা পদ্ধতিকে এভাবে কেউ আখ্যায়িত করে না। কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে এক 'অসম্ভবের দেশ'। কাজেই অন্য দেশে যা অসম্ভব এবং যা করা হয় না, বাংলাদেশে তাই হচ্ছে। পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা উন্নত করার পরিবর্তে এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা ক্ষেত্রে 'সৃজনশীল' পদ্ধতি নিয়েই বেশি ব্যস্ত। এ ক্ষেত্রে দেশের কিছু সরকারি বুদ্ধিজীবী তাদের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করছেন এবং 'সৃজনশীল' পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করার জন্য যেভাবে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, তাতে গরিব ছাত্ররা যে আরও বেশি করে অসুবিধার সম্মুখীন হবে, এতে সন্দেহ নেই। এ বিষয়টির উপলব্ধি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তাদের সহযোগী কিছু সরকারি বুদ্ধিজীবী উপলব্ধি না করলেও ব্যাপক ছাত্রদের মধ্যে এর উপলব্ধি আছে এবং এ জন্য তারা এখন সারাদেশে ব্যাপকভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তারা দাবি করছে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা বাতিল করার জন্য। কিন্তু সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে খুব শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। ৯ অক্টোবর সচিবালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে উপরোক্ত শিক্ষাবিদদের সঙ্গে সভা শেষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বহু নির্বাচনী (এমসিকিউ) অংশের নম্বর কমিয়ে সৃজনশীলে বাড়ানো হবে (দৈনিক প্রথম আলো, ১০.১০.২০১৬)। অর্থাৎ এর বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিরোধিতা এবং আন্দোলনকে কোনোভাবে গ্রাহ্য না করেই তারা নিজেদের পূর্বঘোষিত নীতিতেই অটল ও অবিচল আছেন।

সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এবং সরকারি বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের এই অবস্থানে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। উপরন্তু সরকার জনস্বার্থ উপেক্ষা করে চিকিৎসা থেকে নিয়ে সর্বক্ষেত্রে যে নীতি কার্যকর করে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাদের এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। গণতান্ত্রিক অধিকার, জনগণের নিরাপত্তা, বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকার যেসব নীতি কার্যকর করছে, সেগুলো যেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, ঠিক সেভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রে এই অবস্থা পরিবর্তন যে এই সরকারের আমলে সম্ভব নয়, এটা বোঝার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, তার মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সুশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন করা যে অসম্ভব, এটা বলাই বাহুল্য।

১০.১০.২০১৬